পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের কাজের পর্যালোচনা

পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের কাজের পর্যালোচনা

Posted On: 22 DEC 2017 5:46PM by PIB Kolkata

পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি মন্ত্রকের দুটি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে পরিসংখ্যান শাখার অধীনে রয়েছে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিস, জাতীয় নমুনা সমীক্ষা অফিস প্রভৃতি। অন্যদিকে, কর্মসূচি রূপায়ণ শাখার তিনটি অংশে রয়েছে – বিশ দফা কর্মসূচি, পরিকাঠামো ও প্রকল্প নজরদারি এবং সাংসদ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। এছাড়াও, ভারত সরকারের এক প্রস্তাব অনুসারে গড়ে তোলা হয়েছে জাতীয় পরিসংখ্যান কমিশন। অন্য যে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাটি এই মন্ত্রকের অধীনে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনে কাজ করে, তা হ'ল – ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউট।

দেশের তথ্য পরিসংখ্যানের গুণগত মানের ওপর এই মন্ত্রক বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রশাসনিক সূত্র, সমীক্ষা এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালিত জনগণনার তথ্য ছাড়াও অসরকারি সংগঠন এবং বিভিন্ন গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে এই দপ্তরের পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও, এই মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বিস্তারিত পর্যালোচনার পর সাম্প্রতিকতম তথ্য ও পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের বিশেষ তথ্য প্রসার মানকের সদস্য হিসাবে ভারত তা মেনে পরিসংখ্যানের কাজ করে থাকে। মন্ত্রকের নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং আইএমএফ-এর তথ্য সংক্রান্ত বুলেটিং বোর্ডের মাধ্যমে ভারতীয়সমূহ প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও, প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো'র রিলিজ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও সরকারি তথ্য সমান্তরালভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। জাতীয় পর্যায়ের তথ্য ছাড়াও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তর-ভিত্তিক পরিসংখ্যান নিয়েও এই মন্ত্রক কাজ করে থাকে।

বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত কারণে ২০১৭ সালটি এই মন্ত্রকের কাজের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বলে ধরা যেতে পারে। ২০১৬ সাল থেকে সরকারি তথ্য সংগ্রহ এবং তা সাধারণ মানুষের ব্যবহারের অধিকারের জন্য ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘ অনুমোদিত সরকারি তথ্য বিষয়ক মৌলিক নীতি মেনে চলে।

জাতীয় আয়, সঞ্চয়, পুঁজি সংক্রান্ত যেসব তথ্য দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, মন্ত্রকের পক্ষ থেকে তা গুরুত্ব দিয়ে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ২০১৫ সাল থেকে জাতীয় পরিসংখ্যানের জন্য ভিত্তিবর্ষকে ২০০৪-০৫ থেকে সংশোধন করে ২০১১-১২ করা হয়েছে। কর্পোরেট সংক্রান্ত মন্ত্রকের আওতায় খনি, উৎপাদন এবং পরিষেবা ক্ষেত্রের প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ কোম্পানির তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয়। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার সাম্প্রতিকতম তথ্য ব্যবহার করা হয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কাজও এই পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০১৭'র ১২ মে প্রথম জাতীয় পরিসংখ্যানের ভিত্তিবর্ষ সংস্কারের পর নতুন সিরিজে শিল্প উৎপাদন সূচক প্রকাশ করা হয়েছে। ভোগ্যপণ্যের মূল্য সূচকেরও ভিত্তিবর্ষ ২০১৫'র জানুয়ারি মাসে পরিবর্তন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ভিত্তিবর্ষ ২০১০ থেকে ২০১২ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি মেনে ভোগ্যপণ্যের সূচক নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই মন্ত্রকের পক্ষ থেকে প্রতি ৫ বছর অন্তর দেশে শ্রম সংক্রান্ত সমীক্ষা করা হয়ে থাকে। ২০১৭'র এপ্রিল মাসে এ সংক্রান্ত তথ্য পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে। এই পরিসংখ্যান সংগ্রহের ক্ষেত্রেও উন্নত কৃৎকৌশল ও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

যেহেতু ২০০৮-এর তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত আইনটি জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তাই ২০১৭'র সংসদের বাজেট অধিবেশনে পুরোনো আইনটির একটি সংশোধনী পেশ করা হয়েছে। ২০১৭'র আগে পর্যন্ত জাতীয় আয়ের প্রথম অগ্রিম অনুমান-ভিত্তিক তথ্য সাধারণত, বাজেট পেশের তিন সপ্তাহ আগে প্রকাশ করা হ'ত। ২০১৭'য় বাজেট পেশের সময় ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে পয়লা ফেব্রুয়ারি এগিয়ে আনার ফলে অগ্রিম তথ্য জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশ করা হচ্ছে। এবছর ৬ জানুয়ারি এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। চলতি বছরে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংগঠনের পক্ষ থেকে বহু উদ্দেশ্যসাধক আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা চালানো হয়েছে। বিগত তিন বছরে অভ্যন্তরীণ পর্যটন ব্যয়, পরিষেবা এবং দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্যের ওপর পারিবারিক ব্যয়, উৎপাদন ক্ষেত্র, বাণিজ্য এবং নির্মাণ সহ বিভিন্ন পরিষেবা ক্ষেত্র নিয়ে নমুনা সমীক্ষা চালানো হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আগের তুলনায় অনেক বেশি করে প্রযুক্তির সহায়তা নেওয়া হচ্ছে। এরফলে, তথ্য সংগ্রহ ও তা প্রকাশের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘ সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১৬৯টি ক্ষেত্রে এই লক্ষ্য অর্জনের কথা বলা হয়েছে। এই প্রস্তাবে অংশগ্রহণকারী হিসাবে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এইসব লক্ষ্যমাত্রাগুলি নির্ধারণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রকের উদ্যোগে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নিয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে ওয়ার্কশপ-এর আয়োজন করা হয়।

ব্রিক্স গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির পরিসংখ্যান দপ্তরের প্রধানদের নিয়ে ২০১৬'র নভেম্বর মাসে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এছাড়া সার্কভুক্ত দেশগুলির পরিসংখ্যান সংগঠনের বৈঠকও ২০১৬'র আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৬'র মার্চ মাসে নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সংখ্যাতত্ত্ব কমিশনের অধিবেশনে একটি বিভাগে ভারত যৌথভাবে পৌরহিত্য করেছে।

দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পরিসংখ্যান দপ্তরের কর্মীদের তথ্য সংগ্রহের জন্য উন্নত পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত পরিকাঠামো উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সাংসদ স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নীতি-নির্দেশিকা পরিবর্তন করা হয়েছে। বড় আকারের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে সাংসদদের পক্ষ থেকে প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ কোটি টাকা করা হয়েছে। এছাড়াও, সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থে অন্যভাবে সক্ষম মানুষদের জন্য ট্রাই সাইকেল, হুইল চেয়ার এবং কৃত্রিম প্রত্যঙ্গ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের লক্ষ্যে ১৫০ কোটি টাকা বা তার বেশি বরাদ্দের যে কোনও প্রকল্পকে নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। অনলাইন কম্প্যুটার-চালিত নজরদারি ব্যবস্থায় তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের যাবতীয় খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে। গত তিন বছরে নিরবচ্ছিন্ন নজরদারির জন্য ২২৯টি প্রকল্প যথাসময়ে সম্পূর্ণ হয়েছে। এছাড়া, বিলম্বের জন্য প্রকল্প রূপায়ণের ফলে ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণও হ্রাস পেয়েছে।

মন্ত্রকের পক্ষ থেকে প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক ও তথ্য পঞ্জিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল – ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস্ স্ট্যাটিস্টিক্স ২০১৭; স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ার বুক ইন্ডিয়া ২০১৭ প্রভৃতি। মন্ত্রকের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত ইন্ডিয়ান স্ট্যাস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে আর.সি। বোস সেন্টার ফর ক্রিপ্টলজি অ্যান্ড সিকিউরিটি স্থাপন করা হয়েছে। আইআইটি খড়্গপুর এবং আইআইএম কলকাতার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'বিজনেস অ্যানালিটিক্স'-এর ওপরে একটি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সও চালু করা হয়েছে। হিন্দি ছাড়াও বাংলা, গুজরাটি, তামিল, তেলগু সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির উন্নয়নেও আইএসআই-এর পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

(Release ID: 1513863) Visitor Counter : 10